APPENDIX-B

BINOD BIHARI MAHTO KOYALANCHAL UNIVERSITY, DHANBAD, JHARKHAND - 828130

APPLICATION FORM FOR REGISTRATION IN RESEARCH PROGRAMMES

Research Programme: (Please tick one)

Ph.D. ✓

D.Sc. ☐

D.Litt. ☐

Subject: BENGALI

Faculty: Humanities.

Area of proposed research work: Short Story.

Title of the proposed research work: Choto Golpe Swatandra Dharar Pothik Swapnamoy Chakraborty.

ABOUT THE CANDIDATE

(To be filled by the candidate)

1. Name: TAPASI BISWAS.
2. Address for correspondence: A/30 PANCHASAYAR. P.O- PANCHASAYAR P.S- PANCHASAYAR KOL-7000[illegible]. Phone No - 900[illegible]58648.
3. Academic record:
   (Attach the attested copies of all the relevant credentials)

Degree	Div. / Class	Subject(s)	Year of Completion	% of marks secured	College / University
Graduation Level	2nd	BEN(H) Pols Eng	1994	48.6%.	Jadavpur University.
Post-graduation Level	2nd	BENGALI	1996	50.06%.	Jadavpur University
M.Phil/MTech/Other (if applicable)		BENGALI	1999	55%.	Jadavpur University.
Ph.D. (if applicable)					

4. Specialization at the Master's Level: Linguistics.

Sd/- 4.1.2020

H.O.D
Department of Bengali
BBMKU, Dhanbad

BINOD BIHARI MAHATO KOYALACHAN UNIVERSITY DHANBAD

SYNOPSIS

OF

THE PROPOSED RESEARCH WORK FOR PH.D DEGREE

TITLE

ChotoGolpe: SwatantraDhararPothikSwapnamoy Chakraborty

''ছোটগল্পেস্বতন্ত্রধারারপথিকস্বপ্নময়চক্রবর্তী''

RESEARCH SCHOLAR

TAPASI BISWAS

ADDRESS

A/30, PANCHASAYAR, PO & PS-PANCHASAYAR

KOLKATA-700094

SUPERVIS

DR. SARMISTHA ACHARYA

ASSTT. PROFESSOR SINDRI COLLEGE SINDRI

(UNDER BBMK UNIVERSITY DHANBAD)

TITLE

ChotoGolpe: SwatantraDhararPothikSwapnamoy Chakraborty

‘‘ছোটগল্পেস্বতন্ত্রধারারপথিকস্বপ্নময়চক্রবর্তী’’

RESEARCH SCHOLAR

TAPASI BISWAS

ADDRESS

A/30, PANCHASAYAR, PO & PS-PANCHASAYAR

KOLKATA-700094

SIGNATURE OF CANDIDATE

SIGNATURE OF SUPERVISOR

গবেষণারসংক্ষিপ্ত বিবরন (Summary of Research Work)

গবেষণারপ্রকরণ ও পদ্ধতি (Research Methodology)

'Research Methodology : Analytical & Descriptive Research'

Tools :

1) Data Collection and Analysis.
2) Collection from Library.
3) Purchased Book.
4) Interview with Writer and Contemporary Writers.

গবেষণার বিষয় (objective of Research) : ছোট গল্পেরস্বতন্ত্রধারারপথিকস্বপ্নময় চক্রবর্তী

অনুমান : (Hypothesis)- সত্তর ও পরবর্তী দশকের প্রেক্ষাপটেসাধারণমানুষদেরকথা স্বপ্নময়চক্রবর্তীগল্পে উঠে এসেছে।প্রান্তিক মানুষ, সমকালীনসমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও জীবন যন্ত্রনারপ্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে।

ভূমিকা (Introduction)

প্রথমঅধ্যায় : জীবনভ্রমণেরগল্পকার।
দ্বিতীয়অধ্যায় :বাংলা ছোটগল্পেরউদ্ভব ও বিকাশ। (প্রাক্‌স্বাধীনতারপর্ব)
তৃতীয়অধ্যায় : স্বাধীনতারউত্তর ছোটগল্পেরধারায়স্বপ্নময়।
চতুর্থঅধ্যায় :স্বপ্নময়েরগল্পেসমকাল।
পঞ্চমঅধ্যায় :স্বপ্নময়চক্রবর্তীর ছোট গল্পের শৈলী।

''উপসংহার''(Conclusion)
''তথ্যসূত্র''(Reference)
''গ্রন্থপঞ্জী''(Bibliography)
ক) আকরগ্রন্থ(Primary Sources)
খ) সহায়কগ্রন্থ(Secondary Sources)
গ) পত্র-পত্রিকা (Journal)

“ ছোটগল্পে স্বতন্ত্রধারার পথিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী”

“কিছু কথা / মুখবন্ধ (Preface) ”

মানব সভ্যতা কালের নিয়মে যেমন করে এগিয়ে চলে তেমনি সাহিত্য তার নিজের গতিতেই এগিয়ে চলে। এ যেন এক প্রবাহমান প্রক্রিয়া। প্রতিনিয়তই রূপ তার বদলে যায়, প্রতি মুহূর্তে দেশকালের প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পৃক্ত ঘটিয়ে অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয় সাহিত্য কে, মানুষের গড়ে তোলা অন্যান্য শিল্পকেও। কিন্তু প্রতি পদে পদে বদলে গেলেও মানুষের পৃথিবীতেও একবার যা ঘটে গেছে তার চিহ্ন মুছে ফেলা সম্ভব নয় শিল্পের পক্ষে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ছোটগল্পের ধারা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারন ছোটগল্পের ব্যাপ্তি ও পরিধিও বিশাল এবং অভিনবও বটে। ছোটগল্প নিয়ে বহু গবেষকগণ ও বহু শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ গবেষনা করেছেন। আমি আমার কাজের মধ্যে একালের শক্তিশালী এবং প্রতিষ্ঠিত লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোট গল্পের গঠন শৈলী বিশেষকরে নামকরনের বৈচিত্র্য এবং তাঁর গল্পের যে একটা স্বতন্ত্রধারার সৃষ্টি হয়েছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

কিন্তু ছোটগল্পের পরিধি ও ব্যাপ্তি বিশাল। আর এই দুরূহ কাজে ব্রতী হয়ে আমি বুঝতে পেরেছি যে কাজটি অতি সহজ নয়। তুবও কাজটির গুরুত্ব বুঝে কালের পথিককে অনুসরণ ও তাঁর সারস্বত কর্মেই স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধানে মগ্ন হয়েছি।

ছাট গল্পের স্বতন্ত্রধারার পথিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী

সূচীপত্র (Contents)

ভূমিকা (Introduction)

প্রথম অধ্যায় : জীবন ভ্রমণের গল্পকার।

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব ও বিকাশ। (প্রাক্ স্বাধীনতার পর্ব)

তৃতীয় অধ্যায় : স্বাধীনতার উত্তর ছোটগল্পের ধারায় স্বপ্নময়।

চতুর্থ অধ্যায় : স্বপ্নময়ের গল্পে সমকাল।

পঞ্চম অধ্যায় : স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোট গল্পের শৈলী।

''উপসংহার'' (Conclusion)

''তথ্যসূত্র'' (Reference)

''গ্রন্থপঞ্জী'' (Bibliography)

ক) আকরগ্রন্থ (Primary Sources)

খ) সহায়কগ্রন্থ (Secondary Sources)

গ) পত্র-পত্রিকা (Journal)

ভূমিকা (Introduction)

বাংলা সাহিত্য ইতিহাসের দিকে তাকালে আমাদের প্রথমেই চোখে আসবে ছোটগল্পের দিকে। কারণ সবার হৃদয়কে সহজে আকৃষ্ট এবং আকর্ষণ করতে পারে এই ছোট গল্প। আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে একালের প্রতিষ্ঠিত এবং শক্তিমান লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটগল্পের নানান দিক তুলে ধরা। তাঁর রচনাশৈলী, বিষয় নির্বাচনের যে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন তার অনুসন্ধান। অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে একালের ছোটগল্পের কোন মাথামুন্ড নেই, সেই কোলে শৈলী। তা যে কতটা ভ্রান্ত তা দেখিয়ে দিয়েছেন লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী। আজকের যুগে বহু প্রতিষ্ঠিত লেখক তাঁদের লেখনীর দ্বারা উন্নতধরণের সৃষ্টিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের লেখা ছোটগল্প গুলি আমাদেরকে বিস্ময় উৎপাদন করে।

তবে ছোটগল্প নিয়ে ইতিপূর্বে বহু গবেষণা হয়েছে, তবে স্বপ্নময়কে নিয়ে হয়নি। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হল লেখক স্বপ্ন ময়ের কলম এখনো সৃষ্টিশীলতায় মগ্ন।

স্বাধীনতার উত্তর বহু শক্তিশালী ছোটগল্পকারের আমরা পরিচয় পাই। যেমন – অমর মিত্র, নলিনী বেরা, নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শৈবাল মিত্র, স্বপ্নময় চক্রবর্তী। এঁর মধ্যে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর অভিজ্ঞতা সুপ্রচুর। নানা ধরণের জীবিকা (রসায়নের ছাত্র, মেডিকেল রি–প্রেজেনটেটিভ, ল্যান্ড রিফর্ম অফিসার, আবহাওয়া দপ্তরের কাজ, দূরদর্শনের ফ্লোর ম্যানেজারি, আকাশবানীর অনুষ্ঠান প্রয়োজনা) তাঁকে বিভিন্ন ধরনের গল্প লেকার রসদ জুগিয়েছে। তাঁর ''শ্রেষ্ঠ গল্প'' (২০০৩) এর ভূমিকা নিজেই লিখেছেন। জানিয়েছেন আমার শৈশব কেটেছে উত্তর কলকাতায়। যৌবনে গ্রামকে দেখেছি খুব কাছ থেকে। একটা সময় আমার মনে হয়েছে প্রযুক্তি মস্তানি মানুষকে যন্ত্রদাস বানায়। যে প্রক্রিয়ী ভূমিদাস করে, সেই প্রক্রিয়ারই প্রলম্বিত ছক মানুষকে যন্ত্রদাস বানায়। এই অনুভবেরই গল্প হল 'লজ্জা মুঠি', 'ঝড়ে কাক মরে', 'ক্যারাক্কাস', 'হনুমান', এ জীবন লৈয়া কী করিব' ও অ্যলুমিনিয়ামের ডানা'। (১)

তাঁর গল্প সংকলনের সংখ্যাদশ। লিখছেন পঁচিশ বছর ধরে। মুদ্রিত গল্পের সংখ্যা দুশো। তিনি জানান 'গল্প কোনো ঘটনার ধারা বিবরনী নয়। ঘটনাটি হল সেই ধুলোর কনিকাটি, যাকে কেন্দ্র করেই বাষ্প ঘনীভূত, বৃষ্টি ফোঁটা তৈরী হয়, কিংবা বাস্তবের ঘটনাটি হল সেই শূককীট, গুটি পোকার মতন থাকে। ভালবাসা ওকে প্রজাপতি করে। অথবা ছোট্ট কুঁড়িটি, যা গল্পে ইচ্ছে কুসুম হয়ে ফুটে ওঠে। আমরা গল্প মানে সেই ইচ্ছে কুসুম ফোটানোর' (২)

তাঁর ছোটগল্প নিয়েকাজ করতে গিয়ে লেখকের বিচিত্র সব জীবিকা সূত্রে অর্জিত অভিজ্ঞতার আভাস পাই। সেইসব আভিজ্ঞতার রসদ দিয়ে লেখক গড়ে তোলেন তাঁর ছোটগল্প।

আমি মূলত লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী কয়েকটি বিশিষ্ট ছোটগল্প আলোচনা করেছি। তার গঠন শৈলী, লেখার উৎস, লেখক মননের কোন দিকটি প্রস্ফুটিত হয়েছে তা–দেখানোর চেষ্টা করেছি। লেখকের ভাষায় বলতে হয় ছোট্ট কুঁড়িটি যা গল্পে ইচ্ছে কুসুম হয়ে ফুটেওঠে। তবে তা কতটা ফোঁটাতে পরেছি তা সময়ের অপেক্ষায় রইল।

তথ্য সূত্র ঃ

১. স্বপ্নময় চক্রবর্তী শ্রেষ্ঠ গল্প দেজ পাবলিশিং কলকাতা ৭০০০৭৩

২. সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী পত্রিকা একাদশ বর্ষ,
জুলাই ২০১৮ স্বপ্নময় চক্রবর্তী সংখ্যা।

প্রথম অধ্যায়
'জীবন ভ্রমনের গল্পকার'

লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী গল্পগুলির মধ্যে একটা ফুরফুরে ভাব আছে। আসলে তা জীবনরসরসিকতা। লেখকের জন্মহয় ১৯৫১ সালে। লেখকের পিতামহ কৃষ্ণকমল সরকারি চাকরি করতেন। উনি গুরু ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষকদের 'গুরু' বলা হত, সেই গুরুদের প্রশিক্ষিত করার স্কুল। লেখকের পিতামহের জন্ম নোয়াখালী জেলায় হলেও চাকরির সূত্রে বিভিন্ন জায়গায় থেকেছেন। লেখকের বাবা হীরালাল চক্রবর্তী ও সরকারী স্কুলে শিক্ষক ছিলেন। দেশ ভাগ হওয়ার পর সরকারি কর্মচারীদের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল যে তারা পূর্ব পাকিস্তানে থাকতে চান নাকি ভারতে চলে যেতে চান ১৯৪৮ সালে লেখকের বাবা, দুই কাকা, এক অবিবাহিত পিসি, দাদু ঠাকুরমাকে নিয়ে কলকাতাতে চলে আসেন উত্তর কলকাতার বাগবাজার এলাকায়। তবে লেখকের আসল জন্মদিন যে কবে তা লেখক নিজে জানে না। তবে তাঁর ঠাকুমার কাছ থেকে শুনেছেন 'দুই দিন পর হইলে তুই এক্কারে কিষ্ট হইতি'। কৃষ্ণের জন্মদিনকে জন্মাষ্টমি বলা হয়। ভাদ্র মাসের অষ্টমীতে তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে বিশ্বাস করা হয়। (জীবন ভ্রমন / স্বপ্নময় চক্রবর্তী, যুগান্তর, ইদ্‌সংখ্যা–২০১৬,পৃ৮)

স্কুল জীবনেই লেখক প্রাইজ পেয়েছিলেন রবিনসন ক্রুশো। একটা দ্বীপে গিয়ে কীভাবে জীবনযুদ্ধ করে ক্রুশো বেঁচে রইলেন তা লেখককে আকৃষ্ট করতেন। জীবন ভ্রমণে লেখক তা ফেলে আসা সুদীর্ঘ জীবনের ছোট ছোট স্মৃতিকথা মনের মণিকোঠায় জমা হয়ে ছিল তা মুক্তোর মতো গেঁথে মালা তৈরী করেছেন। তাঁর ইঞ্জিনীয়ার কাকামণির মৃত্যু, মায়ের দুঃখের, কষ্টের কথা, ঠাকুমার বান্ধবীদের কথা লেখক সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন এখানে। লেখকের স্কুল জীবনের মজার কথা সুন্দর ভাবে বলেছেন। গানরে জগতে মহম্মদ রফি নাকি মুকেশ বড় এ নিয়ে বন্ধুদের সাথে তর্ক বাধত। মান্নাদে নাকি হেমন্ত মুখার্জি কে বড়, মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল এর দুজন আলাদা আলাদা ভক্ত ছিল। তাদের মধ্যে ও তর্ক ও হত। তেমনি রবীন্দ্রনাথ বড় না নজরুল বড় এ নিয়ে ও তর্ক হতো। বাগবাজার স্কুলে লেখক এইট থেকে নাইনে ওঠা সত্ত্বেও লেখকের বাবা লেখককে আবার ক্লাস এইটে হেয়ার স্কুলে ভর্তি করেছেন ভালো নামী স্কুল বলে।

প্রথম জীবনে লেখক ছোট ছোট ছন্দ মিলিয়ে কবিতা লিখতেন। লেখক নিজে বলেছেন সে তাঁর রচিত প্রথম লেখা হল বাচ্ছা বয়সে মার কষ্ট দেখে চকে লেখা বাড়ির বারান্দার লেখাগুলি। 'জীবন ভ্রমণে' লেখক স্বপ্নময় তাঁর জীবনের ছোট বেলার কথা, তাঁর বড় হয়ে ওঠা, ধীরে ধীরে লেখক হয়ে ওঠার বর্ণনা দিয়েছেন। অন্তরের তাড়নায় তিনি লিখতেন আজও লেখা থামাতে চান না তিনি। যতদিন বাঁচতে চান ততদিন লিখতে চান। তিনি যতদিন বাঁচবেন ততদিন লেখা থেকে অবসর নিতে চান না কখনোই।

তথ্য সূত্র ঃ

১. জীবন ভ্রমন স্বপ্নময় চক্রবর্তী যুগান্তর, ইদ্‌সংখ্যা–২০১৬।

২. সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী পত্রিকা একাদশ বর্ষ,
জুলাই ২০১৮ স্বপ্নময় চক্রবর্তী সংখ্যা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

‘বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব ও বিকাশ’ (প্রাক্ স্বাধীনতার পর্ব)

সভ্যতার সূচনা থেকেই মানব শিশু গল্প শুনছে। শুধু কি শিশু, বয়স্ক মানুষও গল্প পাগল। বস্তুত মানুষের এক পরিচয় হল, সে গল্প শুনতে ভালবাসে। পৃথিবীর ইতিহাসে তাই গল্প সবচেয়ে প্রাচীন সর্বাপেক্ষা আদৃত ও সর্বজনগৃহীত। ১৮৯১ সালে সাপ্তাহিক ‘হিতবাদী’র সাহিত্যে বিভাগে শিল্প সম্মত প্রকৃত ছোটগল্পের জন্ম ও বিকাশ শুরু হয়। সব দেশেই আছে ছোটগল্পের সঙ্গে সাময়িকপত্র বা সংবাদপত্রের আত্মীয়তার সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথ তেমনি ছোটগল্পের ঐশ্বর্য নিয়ে এসেছেন ‘হিতবাদী’, ‘সাধনা’, ‘ভারতী’, ‘সবুজপত্র’ প্রভৃতি সাময়িক পত্রের আধারে।

সংবাদ পত্রের সঙ্গে ছোটগল্পের যোগাযোগের কারণ হচ্ছে সমকালীনতা এবং সংক্ষিপ্ততার দাবী। কর্মব্যস্ততার গতিচ্ছন্দে শিল্প বিপ্লব পরবর্তী ইউরোপীয় সমাজজীবন তার পূর্ববর্তী অলস ধ্রুপদী রূপ হারিয়ে খন্ড বিখন্ড হয়ে গিয়েছিল। সেই কথাসাহিত্য ছোট্ট পরিসরে আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবী করে বসলো। অর্থনীতিতে ভাঙচুর, সমাজজীবনে বিবর্তন, শ্রেণীবিন্যাসে পরিবর্তন ঘটেছিল। বিভিন্ন আন্দোলন যেমন–চাটিস্ট আন্দোলন, ফরাসী বিপ্লব, মে দিবসের সংগ্রাম, প্রাচীন অভিজাত শ্রেণীর বিপর্যয়, নতুন অভিজাত বুর্জোয়া শ্রেণীর মুখোমুকি উন্নত মস্তক শ্রমজীবী মানুষের নবীন চেহারা নিয়ে দেখা দিয়েছিল। শুরু হয়েছিল পরিবর্তনের দুর্বার স্রোতধারা।

রবীন্দ্রনাথের তিরিশ বছর বয়সে ছোটগল্প লেখা শুরু হয়। ব্যক্তিগত বিষন্নতা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতায় তাঁর চিত্ত তখন সংক্ষুব্ধ। সেই মুহূর্তে যৌবনের ‘সজন–নির্জনের নিত্য–সংগ্রাম’ পদ্মার বুকে, প্রকৃতির মধ্যে শুরু হয় তাঁর আশ্রয় অন্বেষণ। এ ফলে একদিকে মুগ্ধ কবি দৃষ্টি অকৃপণ প্রকৃতির সৌন্দর্যে পুষ্ট হয়, অন্যদিকে কৃপণ পৃথিবীতে মানুষের দুঃখও দৈন্য সম্পর্কে গল্পকারের রূপকারী বিবেকের চৈতন্যলাভ ঘটে। এই প্রথম তিনি সাধারণ মানুষের তথা গ্রামীণ পরিবেশের মুখোমুখি হন। এই প্রথম স্বতন্ত্র বাস্তবতায় তাঁর জীবনাবোধ হয় ভূমিলগ্ন, প্রসারিত এবং দ্বন্দ্বময়। আর এরই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সৃষ্ট ছোটগল্পের মধ্যে।

স্বাধীনতার পূর্বের ছোটগল্পের গল্পকারগণ পরিবর্তমান সমাজ, ভাঙন ও বিপর্যয় সম্পর্কে অনবহিত থাকতে পারেন নি। থাকা সম্ভব ছিল না। কেউ অধিক সচেতন, কেউ বা অল্প সচেতন। এই পর্বের যাঁদের সাহিত্য খ্যাতিতে প্রতিষ্ঠা সেই প্রবীণরাও বারুদের গন্ধ না পান, কামানের গর্জন না শুনন, উদ্ভ্রান্ত বিক্ষোভের জগতে পা ফেলেছেন তার প্রমাণ মেলে – নবেন্দু ঘোষ, ননী ভৌমিক, আশাপূর্ণা দেবী, সুশীল জানা প্রমুখ লেখক লেখিকাদের লেখায়।

নবেন্দু ঘোষের ‘কানা’, ‘বাঁকা তলোয়ার’, ‘ত্রাণকর্তা’, ‘বস্ত্রং দেহি’, ‘ছিন্নমস্তা’, ননী ভৌমিকের ‘খুনীর ছেলে’, ‘ধান কানা’, আশাপূর্ণা দেবীর ‘অভিনেত্রী’, ‘দুপুর রোদে’, ‘রাজুর মা’, ‘পাকাঘর’, ‘রাহু’, সুশীল জানার ‘আম্মা’, ‘ভাসান’ বাস্পগুলি সার্বিক বিপর্যয়ের পটভূমিতে রচিত। এইসব গল্পের কয়েকটির পটভূমি রাজনীতি–অর্থনীতির ফ্রেমে আবদ্ধ। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, ননী ভৌমিক, সুশীল জানা প্রত্যক্ষ রাজনীতির পটভূমিতে গল্প লিখেছেন। লেখকদের মধ্যে রাজনৈতিক মতবিরোধ এই পর্বেই প্রথম দেখা যায়।

‘‘সাহিত্যিক আজ আর শূন্যচারী স্বপ্নবিহঙ্গম হয়ে থাকবেন না। মাটির পৃথিবীতে মাটির মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি সৈনিকব্রত গ্রহণ করবেন।’’ – এই দাবি যুগের দাবি। সুশীল জানা আর ননী ভৌমিকের গল্পের চরিত্রগুলি উঠে এসেছে মাটি থেকে। পাতাল–জীবনের অন্ধকার ঘিরে আচে নায়িকা আন্দিকে, কিন্তু তার দুর্বার জীবনীশক্তির প্রতিরোধ সংকল্প তার মুখে ফেলেছে আশার আলো। যাযাবর বংশের মেয়ে আন্দি ঘর বেঁধেছিল সৎচাষীর ছেলে জগার সঙ্গে, মাটির টানে গার্হস্থ্য জীবনে বাঁধা পড়েছিল। জগার মৃত্যুর পর আন্দি কীভাবে জমিদার নায়েবের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে মহিমময়ী মাতৃ–মূর্তিতে দেখা দিল, তারই আশ্চর্য কাহিনী সুশীল জানার ‘আম্মা’তে। কোন ভাষার আতিসায্যে সে ঢাকা পড়েনি। সমস্ত রূঢ়তা, স্থূলতা, নীচুস্তরের অশালীনতা ও অপরিচ্ছন্নতা নিয়েই সে মানবিক মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে।

ননী ভৌমিকের ‘ধানকানা’ গল্পে মাটি ও মানুষের প্রতি আনুগত্য রাজনৈতিক বিশ্বাসে প্রাণিত হয়ে এক নতুন শিল্পরূপ পেয়েছে। তেরশ’ বাহান্নর ধানকাটার মরশুমে আঁধারু ফিরে এল তার দেশে উত্তরবঙ্গের মাটিতে। একদিন তার ধানজমি ছিল, আজ কিছুই নেই, তবু সে স্বপ্ন দেখা ছাড়ে না, ভাবে সে তার আপন জমিতে ধান কাটছে। আধিয়ারদের তেভাগা আন্দোলনে পিছুটান ও সাঁওতাল চাষীদের সাহসিকতার পটভূমিতে আঁধারুভাবে, সে আবার জমি ফিরে পাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আর জমি ফিরে পেল না। তাকে ফিরতে হল রাস্তা কাটার কাজে। জানোয়ারের মত চোখে আঁধারু কুঁজো হয়ে তাকায় ঠিকাদার বাবুর দিকে। দশ আনা মজুরীতেই সে রাজি। আঁধারুর পরাজন সম্পূর্ণ হল।

আশাপূর্ণা দেবী এই পর্বে গল্পকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। আমাদের পরিচিত মধ্যবিত্ত জীবনের নির্মোহ বিশ্লেষণে তাঁর নৈপুণ্য তর্কাতীত। তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি আমাদের ঠাট বাট ধর্মকে বে–আব্রু করে দিয়েছে, ভদ্রতায় সজ্জিত ঘরে আড়াল থেকে মনের আসবাবপত্র উলট–পালট করে দিয়েছে, ভদ্রতায় সজ্জিত ঘরের আড়াল তেকে মনের আসবাবপত্র উলট–পালট করে দিয়েছে আত্মপ্রতারণা আর মেকী অভিনয়। তার পরিচয় পাই। অভিনেত্রী’ গল্পে। মধ্যবিত্ত সংসারের গৃহিনীকে সংসারের শান্তি বজায় রাখতে চিরজীবন অভিনয় করতে হয়, বাপের বাড়ি শ্বশুর বাড়ি দুই কুলের মানমর্যাদা বাঁচিয়ে চলতে হয়।

পরিশেষে একথা বলতে পারি যে, স্বাধীনতার পূর্বে অর্থাৎ প্রাক্‌পর্বে আবির্ভূত সব গল্পলেখকই সমাজসচেতন। শিল্পচেতনার সঙ্গে সমাজচেতনতার মিলন সাধনে তারা আগ্রহী। এক অশান্ত বিক্ষুব্ধ সামাজিক বাতাবরণে শান্তি ও সুস্থিতির অভাব ছিল। এই পর্বের ছোট গল্পে স্বৈর বৃত্ত কাল তার সমস্ত বিক্ষোভ, সংশয়, অশান্তি আর সুতীক্ষ্ণ জীবনজিজ্ঞাসার স্বাক্ষর মুদ্রিত করে দিয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পভাবনা এই পর্বে নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষ কুমার ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নবেন্দু ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীল জানা, ননী ভৌমিকের গল্পে বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি লাভ করেছে। অপরদিকে সুবোধ ঘোষ, সতীনাথ ভাদুড়ী, আশাপূর্ণা দেবী মনোগহনের চোরাবালিতে স্বচ্ছন্দবিহারী। এর পরেই এলো রক্তাক্ত খণ্ডিত স্বাধীনতা (১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭), এলো উদ্বাস্তুর স্রোত। স্বাধীনতার তোরণদ্বারে যে আশা ও আনন্দের বানী উচ্চারিত হল তাকে ছাপিয়ে উঠল উদ্বাস্তু আর বঞ্চিতের কান্না। এই বিক্ষুব্ধ স্বদেশ ভূমিতে দেখা দিলেন নতুন গল্প লেখকরা –সমরেশ বসু, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী এবং আলো অনেকে। বাংলা ছোট গল্পের আর এর পর্যায়ের সূচনা হল সেই মুহূর্তে।

তথ্য সূত্র ঃ

১. কালের পুত্তলিকা অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় দে’জ পাবলিশিং বাংলা ছোট গল্পের একটা (১৮৯১–২০১০)

তৃতীয় অধ্যায়
'স্বাধীনতা উত্তর ছোটগল্পের ধারায় স্বপ্নময়'

স্বাধীনতার পরে দেখতে দেখতে পঁয়ত্রিশটি বছর অতিক্রান্ত হলো। এই সময়টা আমাদের চেনাকাল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পনেরই আগষ্ট এলো বহু কাঙ্কিত স্বাধীনতা। মুক্তির আনন্দকে ছাপিয়ে উঠল সর্বস্ব হারানোর কান্না। বস্তুত স্বাধীনতা বাঙালির কাছে ভিন্নরূপে দেখা দিয়েছিল। এক রুধির স্রোতের মধ্য দিয়ে পূর্ববর্তী সাত–আট বছর বাঙালি এগিয়ে চলেছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তিতেও সে স্রোত রুদ্ধ হয় নি। এই পর্বে বাঙালীর জন্মান্তর হলো, শত প্রয়াসেও আর আমরা তিরিশের দশকের শান্তি, স্বস্তি ও মন্থরগতি জীবনে ফিরে যেতে পারি না। শরৎচন্দ্রীয় রোমান্টিক যুগের অবসান, কল্লোলীয় বোহেমীয় পালার অবসান, বিভূতিভূষণের প্রকৃতি মুগ্ধতার অবসান এই পটভূমিতে এলেন তরুণ গল্প লেখক বৃন্দ। রক্ত আর শবদেহ মাড়িয়ে, মানবিক মূল্যবোধ বিসর্জনের সাক্ষী থেকে আর্থিক বিপর্যয়ে ও দেশবিভাগের ধাক্কায় শেকল ছেঁড়া নোঙরহীন নৌকার মত তাঁরা জগৎ ও জীবনকে, ব্যাক্তি ও সমাজকে নতুন চোখে দেখেছেন। স্বাধীনতা উত্তর বাংলা ছোট গল্পের এই মানসিক পটভূমির উপর দাঁড়িয়ে।

নলিনী বেরা

গ্রাম বাংলার অতি সাধারণ মানুষের কথা, তাদের লোক সংস্কার, লোকবিশ্বাস, লোকগাঁথা, লোকভাষা গল্পের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায়।

''বষামঙ্গল'' গল্পে দেখা যায় বৃষ্টিতে ঘরবন্দি মানুষের যখন কিছুই কারর থাকে না তখন নানা লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস রূপকথাকে আশ্রয় করে তারা। যেমন বৃষ্টির সময় তারা মনে করে হলহলিয়ে সাপ আকাশ থেকে নেমে আসে, গভীর রাতে গ্রামে গুড়গুড়িয়াদের আগমন ঘটে, তারা উঠানে দাঁড়িয়ে কারুর নাম ধরে ডাকলে আরতাতে সাড়াদিলে নিশ্চিত মরণ। আবার লোকমতে বৃষ্টি থামানোর উপায় হল – গামছা পড়ে একটা লাঙল গোবর গাদায় পুঁতে দিতে হবে। পরমেশের ঠাকুমার কথায় লাঙল পুতলে ঝড়িয়া তো ঝড়িয়া, বছর ধরে বৃষ্টিও তোর থেমে যাবে। 'বর্ষামঙ্গল' – নলিনী বেরা।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর প্রথম গল্পসংকলন 'ভুমিপুত্র' (১৯৮২)। তাঁর অভিজ্ঞতা সুপ্রচুর। নানা ধরনের জীবিকার সূত্রে তাঁকে 'শ্রেষ্ঠগল্প' (২০০৩) এর ভূমিকা ভূমিকাতে নিজেই লিখেছেন – গল্প গড়া নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পছন্দ করি আমি। তার যা বিশ্বাস করিনা, তা লিখি না। বাংলা ছোটগল্পের স্রোতধারা এখন ঊর্মিমুখর। সেখানে সানান্য জলসিঞ্চন আমার এই গল্প গুলি। (শ্রেষ্ঠগল্প ব স্বপ্নময় চক্রবর্তী ব দেজ পাবলিশিং ব কলকাত –৭৩) (১)

তাঁর গল্প সংকলনের সংখ্যা দশ, লিখছেন পঁচিশ বছর (১৯৭৭–২০০৩) ধরে। মুদ্রিত গল্পের সংখ্যা দু'শো। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর প্রতিটি ছোটগল্পের মধ্যে আমরা বাস্তবতার ছোয়া পাই। তাঁর 'শ্রেষ্ঠগল্প' সংকলনের শেষ গল্প 'ইচ্ছেকুসুম'। বরিশালের সিধুদাকে নিয়ে লেখা। সিধুদা জীবনে অনেক দেখেছেন, অনেক কিছু করেছেন।

যেমন, ১৯৪৬ সালের দাঙ্গায় একটি মুসলমান পরিবারকে বাঁচিয়ে ছিলেন আনি সুজ্জামান সাহেব তার দুই বিবি আর পাঁচ বালবাচ্ছা নিয়ে তিনদিন ছিল সিধুদার ঘরে। ঐ আনিসুজ্জামানই পার্ক সর্কাসের আনারকলি হোটেলের মালিক, উনি নাকি উইল করে যআন, সিধুদা যতদিন বাঁচবে ততদিনই আনারকলি হোটেলে ফ্রীতে থাকবেন। বাইশ সের চাল আর বর্তমান গলার গল্প, খালের ধারের বেতবন, টিয়াপাখিদের খেলা, কীর্তন খোল নদী, নদী পাড়ের ঝাউবন, নদীর জলের শব্দ, নদীতে সার সার খুলনা গামী ষ্টিমার, ষ্টিমার ছাড়ার আগে খালাসিরা চিল্লায় পেয়াররে মাফজান্নিরে অর্থাৎ কিনা প্রে ফর আওয়ার সেফ জার্ন। সাহেব সুবোদের কাছে শেখা। এই সবকিছু নিয়েই সিধুদা।

স্বপ্নময় চক্রবর্তী গল্পগুলির মধ্যে একটা ফুরফুরে ভাব আছে। আসলে তা জীবনরসিকতা। আকাশবাণীতে চাকুরির অভিজ্ঞতাবদ্ধ তাঁর 'বাতিল রেকর্ড' গল্পটি। তার মধ্যেও এই ফুরফুরে ভাবটা আছে। এই গল্পেও এক সিধুদা আছেন। তাঁর নাম সত্যেন মজুমদার। 'সতু বহু পুরনো গায়ক। 'তোমার শরীরে স্বর্গ এসেছে নেমে। কী সাহসী গান সে সমায়ের। সুতরই লেখা সতুরই সুর। সতু তোর কী হল? মরনের পরে আমারে রাখিও মনে'। গাস্টিন প্লেসে এই গানটা যেদিন লইভ গাইছিল সতু, সেদিনই জয়েন করেছিল পরিতোষ।' (২)

গল্পে সারমর্ম হল সময়ের বদলের সাথে সাতে লোকে ভুলে যায়। কেউ মনে রাখে না। অজ্ঞত পরিচয়' সত্যেনের পরিচয় লিখতে গিয়ে পরিতোষ নিজের কথাই লেখে, কারণ একান তাকেও তো কেউ চেনে না।

লেখকের আর একটি গল্প 'আতুজীবনী মূলক রচনা' এক নেড়ি কুকুরকে বিলেতি কুকুর বানানোর হাস্যকর প্রয়াসের গল্প। স্বপ্নময় চক্রবর্তী গল্পে জীবনের মার খাওয়া মানুষ ও ইতর প্রানীর প্রতি সববেদনা ব্যক্ত হয়েছে। বিচিত্র সব জীবিকায় তিনি অর্জন করেন বিচিত্র অভিজ্ঞতা। তাঁর গল্পে সেইসব অভিজ্ঞতা ইচ্ছে কুসুম হয়ে ফুটে উঠেছে নানা চরিত্রের মাধ্যমে।

তথ্য সূত্র ঃ

১. শেষ্ঠ গল্প / স্বপ্নময় চক্রবর্তী / ভূমিকা / দেজ পাবলিশিং কলকাতা ৭০০০৭৩

২. সেরা ৫০টি গল্প / স্বপ্নময় চক্রবর্তী / দেজ পাবলিশিং কলকাতা ৭০০০৭৩

চতুর্থ অধ্যায়

স্বপ্নময় গল্পে সমকাল

লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী লেখাতে উঠে এসেছে সমকালের ছবি। মানুষ স্বপ্নময় চক্রবর্তী ভীষণ সরল প্রকৃতির মানুষ, সাবলীল ছিল তাঁর ব্যবহার, কথা বলা যা খুব সহজেই বন্ধু করে তোলে, তাঁর আচার ব্যবহার অত্যন্ত পরিশীলিত, তাঁর কথা যথেষ্ট সংযত, তাঁর হাসির মধ্যেও আছে এক নান্দনিক আভিজাত্য।

বাস্তব জীবণের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি গল্প লিখেছেন। এক সময় ভূমি রাজস্ব বিভাগের আধিকারিক ছিলেন, খুবই সামান্য সময়ের জন্য, তখন অনেকগুলি স্মরনীয় গল্প লিখে বাংলা সাহিত্য তার তার সশব্দ প্রবেশ ঘটে। তখনকার একটি বইরের নাম অষ্টচরণ ষোলো হাঁটু।'

স্বপ্নময় চক্রবর্তী মূলত মানবধর্মী যুগধর্মী ও রসিক লেখক। তাঁর তৈরী প্রতিটি চরিত্র, তার পারপার্শ্বিক পরিবেশ অনেক গবেষনালব্ধ মূর্ত দৃষ্টির উপস্থাপনা। তাঁর চরিত্রের নামগুলি চমকপ্রদ। আরও চমকপ্রদ তাদের মুখের ভাষা ও আঞ্চলিকতার আস্বাদ। বিংশ শতাব্দীর মাঝপর্বে জন্মলাভ করে জীবনকে যে নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন সেই কথাসাহিত্যক স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর সাহিত্য গ্রামীন জীবন ও গ্রামীন পরিবেশকে যথাযথ ভাবে উপস্থাপন করেছেন, উপস্থাপন করেছেন সেই মানুষদের প্রত্যাশা আর্তি উপেক্ষা, বিষাদ, বেদনা। সাধরণ খেটে খাওয়া মানুষদের উপর উচ্চধনী সম্প্রদায়ের মানুষগুলির শোষণ বঞ্চনা তুলে ধরেছেন , তুলে ধরেছেন তাদের হাহাকার। তর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল মানুষগুলির উপর নেমে এসেছে সুবিধাবাদী মানুষগুলির সর্বগ্রসী লোভ। তাঁর গল্পে সমকালের ঘটনা চরিত্র ভিড় করেছে। সমকালের একটা জীবন দলিল হয়ে উঠেছে।

তথ্য সূত্র ঃ

১. শেষ্ঠ গল্প / স্বপ্নময় চক্রবর্তী / ভূমিকা ৰ দেজ পাবলিশিং কলকাতা ৭০০০৭৩
২. সেরা ৫০টি গল্প / স্বপ্নময় চক্রবর্তী / দেজ পাবলিশিং কলকাতা ৭০০০৭৩

পঞ্চম অধ্যায়

স্বপ্নময় চক্রবর্তী শৈলী

সুবল সামন্ত সম্পাদিত 'বাংলা গল্প ও গল্পকার' গ্রন্থে অরুণ কুমার ঘোষ বলেছেন – তাঁর গল্পের থীম হিসাবে প্রাধান্য পায় শোষণ, বঞ্চনা, গাম–নগরের সমাজ জীবনে ও রাজনীতিতে ব্যাপক দুর্নীতি সমাজ পরিবেশের অবক্ষয়ে ব্যক্তি চরিত্রের বিনষ্টি মধ্যবিত্ত নির্বীর্যতা ও সুবিধাবাদ মুনাফার সর্বগ্রাসীলোভ, পার্থিব সাফল্য লাভের নির্বিবেক লোলুপতা, স্বপ্নময় গ্রামীণ পরিমন্ডলের বাস্তবতাকে সজীব সানুপুঙ্খতায় উপস্থাপণ করেছেন, অবিরত ব্যবহার করেছেন গ্রামীণ ভাষায় সংলাপ।' (১)

(তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যর ইতিহাস, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, পুর্ণ মুদ্রণ, জুন, ২০১৪, পৃ ১১৬৫)

কথাগুলি যে কতখানি খাঁটি তা তাঁর গল্পের শৈলী দেখলে বোঝা যায়।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটগল্পে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে সমাজের অপাভ্‌তেয়, ব্রাত্য, নিম্নবর্গের মানুষ জন অধিকাশে ক্ষেত্রেই অভিজাত সমাজের উচ্চস্তরে অবস্থিত মানুষের বিপরীতে এই সব হতভাগাদের স্থাপন করে, চূড়ান্ত বৈপরীত্য এনে ফারাকটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন লেখক। আরো একটি চেনা ছক আছে স্বপ্নময়ের ছোটগল্পে। শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত চোখ দিয়ে বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে এবং কখনো কখনো লেখকের আত্মপ্রতিরূপ হয়ে উঠেছে সেই চরিত্র, তার অন্তদ্বন্দ্ব ও বিবেক দংশনের মাধ্যমে।

অনুগল্পের ধারায় ও স্বপ্নময় চক্রবর্তী একজন সফল লেখক। তাঁর রচিত 'ও' গল্পে লিখেছেন মুন্ডটা জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল ঠিকঠাক। বডিটা মাটির গভীরে। ওর সবুজ জামাটা খুলে রাখা হয়নি। এখন সারা মাঠের সবুজে সবুজে মাটির গভীর থেকে ভেসে উঠেছে ও। (২)

একজন অনুগল্পকারকে যে শিল্পরূপ দানে অত্যন্ত দক্ষ, সংযত হতেহয় তা স্বপ্নময়কে দেখলে বুঝে নেওয়া যায়। 'ও' 'বহুরূপী' 'ঘৃণা'র মতো তিন চারটি বাক্যের অনুগল্প, আবার তাঁর কলমে পাওয়া গেছে। জঙ্গলমহলের বাপগুলান' 'শান্তি প্রক্রিয়ার মতো তিন চারটি পরিচ্ছেদের অনুগল্প। কি ছোটগল্পের ধারায় বা অনুগল্পের ক্ষেত্রে সর্বক্ষেত্রে তিনি সিদ্ধহস্ততার পরিয়ে দিয়েছেন।

তথ্য সূত্র ঃ

১. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস / তপনকুমার চট্টোপাধ্যায় / প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা / পূর্নমুদ্রণ – জুন ২০১৪, পৃ – ১১৬৫

২. অনুগল্প সংগ্রহ / স্বপ্নময় চক্রবর্তী / অবিমান পাবলিশার্স, জানুয়ারী – ২০১৪, পৃ – ১৫৬, কলকাতা।

উপসংহার ঃ (Conclusion)

গুটিপোকা থেকে প্রজাপতি হয়ে ওঠার স্বপ্ন যার সফল তিনি স্বপ্নময়। অসম্পূর্ণতা থেকে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার শৈলী যাঁর করায়ত্ব তিনি স্বপ্নময়। বাস্তবতার আলোকে আলকিত যে জীবন পেয়েছে বিস্তৃতির চারণক্ষেত্র বৃত্তের বাইরে বেরনোর আকুতি যাঁর বাঁধন হারা, আনন্দের সঙ্গে দুঃখকে হাসিমুখে গ্রহণ করা ক্ষমতা একমাত্র স্বপ্নময়ের আছে। জীবনকে এত নির্ভুল ভাবে দেখা খুব কম লোকের মাধ্যে আছে। তাঁর ছোটগল্পের প্রতিটি পাতায় আমরা দেখতে পাই তারই জীবনের নানান ঘটনার বিবরণ। মানব জীবনকে এত সুন্দর ভাবে তুলে ধরতে খুব কম লোকই পারে। আসলে জীবনকে নিয়েই তো তৈরী হয় সাহিত্য। সেই সাহিত্য ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গির নিরিখে আলাদা আলাদা হয়। এই দৃষ্টি সাহিত্যিক লাভ করেন তাঁর আজন্ম বিশ্বস, সংস্কার অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা থেকে। প্রতিভাবান শিল্পী মাত্রই চালিতহন সেই আন্তরিক তাগিদের দ্বারা যে খানে এক সূক্ষ্ম অনুভব হৃদয়কে স্পর্শ করে, জাগ্রত করে এক নতুন জীবন বোধ। বস্ত তান্ত্রিক জীবনধর্মী সাহিত্যক তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সেই জীবনাদর্শকে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেন, যা মানুষের অস্তিত্বের গভীর তাৎপর্য ও সমস্যার সঙ্গে অন্বিত, অন্বিত মানুষের জীবন বোধ।

লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী ক্ষেত্রে কথাগুলি খুব খাটে। তিনি তাঁর শিল্পকর্মের প্রতিটি রন্ধ্রে বাস্তবকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর লেখাতে উঠে এসেছে গ্রামীনজীবন ও গ্রামীন পরিবেশ, ফুটে উঠেছে মানুষদের প্রত্যাশা, আর্তি, উপেক্ষা, বিষাদ ও বেদনা। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষগুলির উপর উচ্চধনী সম্পদায়ে মানুষগুলি শোষণ বঞ্চনা তুলে ধরেছেন, তুলে ধরেছেন তাদের হাহাকার। আমি আমার সীমিত ক্ষমতা দিয়ে এবং যত্নসহকারে লেখকের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর লেখার মুলবক্তব্য, শৈলী, নামকরণ, ইত্যাদি বিভিন্ন দিক তরে ধরার চেষ্টা করেছি। আশাকরি এতে সাহিত্যে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের ভালো লাগবে।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ (Bibliography)

আকরগ্রন্থ ঃ (Primary Sources)

১। স্বপ্নময় চক্রবর্তী – শ্রেষ্ঠগল্প দেজ পাবলিশিং, কলকাতা

২। স্বপ্নময় চক্রবর্তী – সেরা ৫০টি গল্প দেজ পাবলিশিং, কলকাতা – ৭০০০৭৩

সহায়ক গ্রন্থ ঃ (Secondary Sources)

১। অরুন কুমার মুখোপাধ্যায়, 'কালের পুত্তলিকা' বাংলা ছোটগল্পের একশ দশ বছর, ১৮৯১ – ২০০০, প্রথম প্রকাশ আগষ্ট ১৯৮২

২। তপোব্রত ঘোষ – 'রবীন্দ্র ছোট গল্পের শিল্পরূপ' দেজ পাবলিশিং বৈশাখ ১৩৯৭

৩। বীরেন্দ্র দত্ত 'বাংলা ছোটগল্প ঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ' প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, পুস্তক বিপনি, আগষ্ট ১৯৮৫

৪। উদয়চাঁদ দাশ, ' ছোটগল্পের বর্ণালি কথা থেকে শৈলী' অক্টোবর – ২০০৭

৫। নলিনী বেরা 'শেষ্ঠ গল্প' করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ – ২০০৩

পত্রপত্রিকা ঃ (Journal)

১। পথ সাহিত্য পত্রিকা / স্বপ্নময় চক্রবর্তী সংখ্যা, / একাদশ বর্ষ, জুলাই ২০১৮